কুলীন কুলসর্বস্ব

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের প্রকাশকাল ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই বাঙালি জাতির মধ্যে সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। সাহিত্যের সব প্রকরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজ-চেতনার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে নাটক এবং এরই সূত্র ধরে জন্ম নেয় বাংলার মৌলিক নাটক। উন্মেষ পর্বের প্রাথমিকতার নানা অসঙ্গতির কারণে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটিকে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। তবু বিষয়ভাবনা ও তার প্রতিফলনের নিরিখে নাটকটিকে মৌলিক ও লক্ষণাক্রান্ত বাংলা নাটক হিসাবে চিহ্নিত দেওয়াই যায়। সাহিত্যগুণ যাই হোক নাটকটির সামাজিক মূল্য কিন্তু অপরিসীম। কারণ নাটকটির নামকরণ ও রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যেই এর সামাজিক প্রেক্ষাপটটি নিহিত রয়েছে। নাট্যকার জানিয়েছেন যে, ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের যে বিজ্ঞাপন দেখে তিনি এই নাটক রচনায় ব্রতী হন তার মর্মার্থ হল— বল্লালসেনের কৌলিন্য প্রথার কারণে কুলীন রমণীদের দুর্দশার বিবরণসমৃদ্ধ নতুন নাটক রচনা করে যিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন তাঁকে জমিদার মহাশয় ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন। রামনারায়ণ আলোচ্য নাটকটি রচনা করে

সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং সমকালীন সমাজের এই বিশেষ অবক্ষয়কে চিত্রিত করাই এই নাটকটির উদ্দেশ্য ছিল। সেদিক থেকে নাটকটি অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক নাটক।

নাটকটিতে দু'টি অঙ্ক রয়েছে এবং কোনো দৃশ্যবিভাজন নেই। নাটকটিতে সংস্কৃত নাট্যরীতির কিছু আদল লক্ষিত হলেও কাহিনীর মধ্যে তার কোনো ছাপ নেই। নাট্যকার চরিত্রগুলির নির্বাচন এবং তাদের নামকরণের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের একটি পরিপূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়, চরিত্রগুলি তাদের নামের মাধ্যমে সমাজের এক-একটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব যেমন করেছে তেমনি সেই সামাজিক ~~শ্রেণীর~~ শ্রেণীর শ্রেণীগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকেও প্রকাশ করেছে। যেমন — কুলপালক চরিত্রটি। সে কুলের নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে আপন কন্যাদের সুখ-শান্তি জলাঞ্জলি দিয়ে ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধের সঙ্গে বিগত-যৌবনা থেকে শুরু করে নিতান্ত শিশুকন্যাসহ চার কন্যারই বিবাহ দেয়। এতে কুলীন সমাজের রক্ষণশীলতার সুস্পষ্ট দিকে কন্যাসন্তানের বলিপ্রদত্ত হতে তার চিত্র পরিস্ফুট। আর একটি চরিত্র হল ঘটক অনৃতাচার্য সে সমকালীন বঙ্গীয় সমাজের ঘটক শ্রেণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব ধারক এবং বাহক। তার কথাতেই ঘটকের লক্ষণ প্রকাশিত —

প্রবঞ্চনা পরায়ণ   স্বার্থে প্রিয় আলাপন
ধর্মাধর্মে নাহি বিচরণ।
না পাইলে কড়ি   সোদর প্রাণে পাড়ি
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ ॥
কাহার আচার ভ্রষ্ট   জাতিকুল করে নষ্ট
দুষ্টমতি দুষ্টের প্রবর।
বিবাদে নারদ সম   মূর্তিমান যেন তম
ভয় নয় বলে সুধীবর ॥

উক্ত অনুচ্ছেদের কথাতেই আমরা বলতে পারি যে বিশেষ ন'টি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বল্লালসেন কুলীন ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে [illegible] চেয়েছিলেন কালক্রমে সামাজিক ক্ষেত্রে কুলীনদের সেই বৈশিষ্ট্যগুলির রূপান্তর বা [illegible] বিকৃত ঘটেছে। [illegible] ধীমানীর আশ্রমস্থ পুরোহিত সমুদয়ের পাঁচালি, তার উক্তিতে বলা যায় — কুলীনদের রীতি-রেওয়াজ হিন্দু শাস্ত্রের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কিন্তু আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য বিসমালিতে ধর্মবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড সামনে হয় কুলপালকের তার কন্যার বিবাহের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়, অশিক্ষিত ও বিবাহবণিক সমকালীন কুলীন ব্রাহ্মণের সার্থক পাঁচালি। যাদের কাছে বিবাহ হল

বাণিজ্যস্বরূপ। তাঁদের কথোপকথনের মাধ্যমে কৌলিন্য প্রথা-কবলিত সমাজে নারীর সামাজিক দুর্দশার চিত্র যেমন করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়েছে তেমনি কুলীন রমণীদের যাবতীয় দুঃখের ও ব্যভিচারের পিছনেও এই প্রথার কুফলই যে দায়ী ~~তাও~~ তারও উপলব্ধি করা যায়, পুরুষ চরিত্রগুলির পাশাপাশি নাটকে উপস্থাপিত ভিন্ন ভিন্ন নারীচরিত্রগুলি এবং তাদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে গভীর অন্তর্বেদনার প্রকাশ সমকালীন সমাজের অন্দরমহলের একটি বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবরূপ ~~সৃষ্টি~~ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে বলা যায়, নাট্যকার রামনারায়ণ সমকালীন কুলীন সমাজের বাস্তবচিত্র যেমন উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন তেমনি সমকালীন অকুলীন অন্যান্য সমাজের রীতি-নীতিকেও তাঁর লেখনীতে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।

কুলীনদের মধ্যে কন্যাসন্তান যেখানে পিতামাতার যাবতীয় বিড়ম্বনার কারণ সেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যার সন্তানের চাহিদা প্রবল ছিল, এর অর্থ এরকম নয় যে অন্যান্য সম্প্রদায়ে ~~ক~~ নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিল। কেননা নাট্যকার দেখিয়েছেন ওইকালে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে-কন্যার বিক্রয়ের রেওয়াজ ছিল। অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে সমর্পণের নামই সেখানে বিবাহ। অর্থাৎ নারী সেখানে পাত্রী নয়, পণ্য। সুতরাং বলা যায় ওইকালে নারীর সামাজিক অবস্থাটি ছিল অত্যন্ত অবমাননাকর,

রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটকটি রচনা করেন বাংলা নাট্য সাহিত্যের সূচনালগ্নে, তখন কালের নিয়মানুযায়ী তাঁর নাটকের সংলাপ সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের ব্যবহারের আধিক্য লক্ষণীয়। কিন্তু সমস্যাসঙ্কুল ~~পরিবেশেও~~ পরিবেশেও নাট্যকার Satire-এর ব্যবহারের মাধ্যমে হাস্য ও করুণের যুগলবন্দী ঘটিয়েছেন সংলাপে। কুলীন কন্যার দুঃখদীর্ণ কাহিনী নির্মমতার মুখচ্ছবি তোলার ক্ষেত্রে সংলাপই তাঁর সাফল্যের হাতিয়ার হয়েছে। শুধু করুণ নয়, হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রেও রামনারায়ণ যে দক্ষ শিল্পী ছিলেন দুই ঘটকের সংলাপ তার পরিচয় পাওয়া যায়, নাট্যকার যদি ঘটকের সংলাপকে আরও সুতীব্র ও শ্লেষাত্মক করলে দর্শক আরও আনন্দ পেতো, সন্দেহ নেই। সেই আনন্দের খোরাক আছে উদরপরায়ণ কিংবা বিবাহ বাতুলের সংলাপে। ~~কোথাও~~ তেমন কয়েকটি নারী চরিত্র আছে, যাদের সংলাপে কোথাও চরম দারিদ্র্য, কোথাও প্রতিবাদী সত্তার প্রতিফলন, কামুরীর সংলাপে বিদ্রোহিনী নারীর পরিচয় আছে। ~~এতে~~ সর্বোপরি ~~পাতিব্রত্য কন্যার~~ পাতিব্রত্যের চিত্রিত। অল্পবয়সী পতি-পরিত্যক্তা কন্যাদের প্রতি সে বলে —

কুলীনের হইল কাল নিদারুণ কুলে মরণ
সামান্য সামান্য টাক দুখত,
হায় বাসনা পূর্ণ কেবল বৈধব্য চূর্ণ
মাত্রের পুলের উদ্যমরিহ॥

ত্রিপদী ছন্দের সংলাপ না হলে, চরিত্রগুলি যেমন আরো বৈচিত্র্যময় হতো তেমনি নাটকও গতিময় হতে পারতো। পয়ার ছন্দে রচিত কৃষ্ণকুমারীর সংলাপেও এই ত্রুটি দেখা যায়। তবে [illegible] সংলাপ [illegible] নারীদের কাব্য সংলাপের যে নিখুঁত নিদর্শন রামনারায়ণ দেখিয়েছিল তাতে নাটকটির [illegible] কারণ অনুধাবন করা যায়, আমাদের বিশ্বাস রামনারায়ণের যদি আরো দু'দশক পরে নাট্যরচনার এ কাজে ব্রতী হতেন তাহলে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর সংলাপ আরো সরস হতো। যাইহোক একথা বলাতে কোনো দ্বিধা নেই যে বাংলা নাটকের উন্মেষ লগ্নে সংলাপগত বা অন্যান্য ~~আঙ্গিক~~ আঙ্গিকগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রামনারায়ণের এই নাট্যপ্রয়াস নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের মৌলিক বাংলা নাটক রচনার ধারাকে ত্বরান্বিত করেছে।

—·—